দৈনিক বার্তা

ঢাল হয়ে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ। শিক্ষার্থীরা যখন বিপদে পড়েছেন, তখন শিক্ষকরা তাদের উদ্ধারে ছুটে গেছেন। আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে গ্রেফতারের পর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা থানায় গিয়ে গ্রেফতার শিক্ষার্থীদের ছাড়িয়ে আনেন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে সাহসও জুগিয়েছেন তারা। শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও এগিয়ে এসেছিলেন। শিক্ষকদের উপস্থিতি সে সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল বলে জানিয়েছেন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া শিক্ষার্থীরা।

চব্বিশের ১৭ জুলাই দুই শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় শাহবাগ থানা পুলিশ। খবর পেয়ে 'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক' ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষক শাহবাগ থানায় যান। এরপর তারা ওই শিক্ষার্থীদের থানা থেকে মুক্ত করে বের হন। ওই শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ঢাবির আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, যিনি বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা। এছাড়া ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফাসহ আরো অনেকে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক শর্মি হোসেন বলেন, 'আমি ১৭ জুলাই আন্দোলনে যুক্ত হই। পরদিন আমাদের কয়েকজন শিক্ষার্থী মারাত্মকভাবে আহত হয়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন সরকারি দল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোরভাবে দমন করতে থাকে। তখন মনে হয়েছে অভিভাবক হিসেবে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকা আমার নৈতিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ থেকে তাদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নিই।'

তিনি আরো বলেন, 'আমার উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের মোটিভেট করেছে কিনা জানি না, তবে কীভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

জুলাই আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান

আন্দোলনের সময় গ্রেফতার করা শিক্ষার্থীদের ছাড়িয়ে আনেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে সাহসও জুগিয়েছেন তারা। শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও এগিয়ে এসেছিলেন। শিক্ষকদের উপস্থিতি সে সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল বলে জানিয়েছেন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া শিক্ষার্থীরা

ঢাল হয়ে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করেছেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ আমাকে সে বিষয়ে মোটিভেট করেছে।'

৩১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি চলাকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ছয় শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ। শিক্ষার্থীদের ছাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ-আল মামুন, সহযোগী অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন ও কাজী মামুন হায়দার, নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক হাবিব জাকারিয়া, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক রোবাইদা আখতার, ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ অ্যান্ড আদার ল্যাঙ্গুয়েজের পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন, ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম কনকসহ অন্তত ২০ শিক্ষক থানায় অবস্থান নেন। শিক্ষকদের একটি অংশ প্রায় ৯ ঘণ্টা থানায় অবস্থান করে রাত ১টার দিকে তিন শিক্ষার্থীকে মুক্ত করেন। এর পরদিন (১ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূচি চলাকালে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ সময় শিক্ষকরা বাধা দেন। এতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষকদের ধস্তাধস্তিও হয়। পরে আটক কয়েকজনকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। ওইদিন এক শিক্ষার্থীকে থানায় গিয়ে মুক্ত করে আনেন শিক্ষকরা।

৩১ জুলাই পুলিশের হাতে গ্রেফতার তিন শিক্ষার্থীকে ছাড়িয়ে আনেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

জুলাই আন্দোলনে 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক' সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এ ব্যানার ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও আন্দোলনে যুক্ত করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে তাদের শিক্ষকদেরও ভূমিকা ছিল বলে মনে করে 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক'। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাঠে থাকার পাশাপাশি তাদের নানা পরামর্শ দিয়েও সহযোগিতা করেন শিক্ষকরা।

শিক্ষকদের অংশগ্রহণ আন্দোলনকারীদের আলোড়িত করেছিল উল্লেখ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মো. ইনামুল হাসান বণিক বার্তাকে বলেন, 'কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় শিক্ষকদেরও একটি আন্দোলন ছিল। তখন আমরা ধারণা করেছিলাম, তৎকালীন সরকারদলীয় শিক্ষকরা আন্দোলন করে আমাদের আন্দোলনকে শ্যাডো (আড়াল) করে দেবের। তবে শিক্ষকদের একটি পক্ষ আমাদের যৌক্তিক দাবির পক্ষে মাঠে নামেন। এ ঘটনা আমাদের আলোড়িত করেছিল। তাদের অংশগ্রহণ আমাদের মনে আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল যে এ যৌক্তিক আন্দোলন শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, বরং সব শ্রেণী-পেশার মানুষের আন্দোলন। আমাদের আন্দোলনের অন্যতম অংশীজন ছিলেন শিক্ষকরা। এটি কোনোভাবেই অস্বীকার করার সুযোগ নেই।'

শিক্ষকদের উপস্থিতি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে জানিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সমন্বয়ক মেহেদী হাসান মুন্না বলেন, 'শিক্ষকদের আলাদা একটি উইং ছিল, যারা বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শিক্ষকরা আমাদের আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। শিক্ষকরা সামনে থাকায় পুলিশ অনেক সময় হামলা করতে পারেনি। আবার যখন শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হয়েছে, শিক্ষকরা তাদের রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সে সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী গ্রেফতার হয়েছিল। কয়েকজন শিক্ষক থানায় গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে এনেছেন। বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েও তারা সবসময় সহযোগিতা করেছেন। আন্দোলনের সময় আমাদের গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচাতে অনেক শিক্ষক তাদের বাসায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।'

জুলাই গণ-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান। শিক্ষক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত এ অধ্যাপক বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার স্মৃতিচারণ করে তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, '২০১৪ সালে শিক্ষক নেটওয়ার্ক গঠিত হয়। তখন থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে আমরা শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ক্যাম্পাসগুলোতে শিক্ষার্থীরা নির্যাতিত হচ্ছিল। তারা মতপ্রকাশ করতে পারছিল না। এসব ক্লাসরুমেও ঢুকে পড়েছিল। শিক্ষকরা কী পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন সেগুলোও নির্ধারিত করে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। তখন এসব স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। আঠারো সালে কোটা আন্দোলনে আমরা ছাত্রলীগের হামলার শিকার হই। এর পরও প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছি।'

তিনি আরো বলেন, '২০২৪-এর কোটা আন্দোলনে আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গেই ছিলাম। তাদের যৌক্তিক দাবিকে সমর্থন করেছি। এরপর সরকারের খুন ও নির্যাতন বেড়ে যাওয়ায় আমাদের মনে হয়েছে রাষ্ট্রের সংস্কার প্রয়োজন। তাই শেষ পর্যন্ত অনেক ঝুঁকি, হুমকি থাকার পরও আমরা আন্দোলনের মাঠ ছাড়িনি। আমরা ৪ আগস্ট সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে তখনকার সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছি। শিক্ষার্থী ও তথা রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই শিক্ষকরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাঠে ছিলেন।'

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আন্দোলনে অংশগ্রহণ বিষয়ে অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান বলেন, 'কোটা আন্দোলনটা যৌক্তিক ছিল। ২০১৮ সালেও বড় আন্দোলন হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা যৌক্তিক দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল। বিবেকের তাড়নায় মনে হয়েছে আমারও তাদের সঙ্গে একাত্মতা জানানো উচিত। এই ভেবে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। এরপর যখন তখনকার সরকারি দল ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বলপ্রয়োগ করল, শিক্ষার্থীদের হত্যা করতে শুরু করে, তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি। শেষদিকে মৃত্যুর ভয়ও ছিল। তার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক দিন-রাত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাজপথে থেকেছেন। আমরা বুঝেছিলাম, সামনে মুক্তির সকাল অপেক্ষা করছে। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই খুনিদের মোকাবেলা করেছি।'

তিনি আরো বলেন, 'আমরা জানতাম যে আওয়ামী রেজিম টিকে গেলে বিভিন্ন জটিলতায় পড়তে হবে। কিন্তু দেশ ও জাতির মুক্তির প্রশ্নে এসব গুরুত্ব পায়নি। শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরাই জয়ী হয়েছে, এটিই আনন্দের।'

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৫ শ্রাবণ ১৪৩২

DU in Media

20 july 2025

বাংলাদেশ বুলেটিন

প্রথম আলো

ঢাবিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের কর্মসূচি পালিত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথমবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে গত বৃহস্পতিবার নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং কবি জসীম উদ্দীন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। (বিজ্ঞপ্তি)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক সমাবেশ ও র‍্যালি বের করে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে। ছবি : প্রথম আলো

মুক্তিযুদ্ধের ওপর আক্রমণ বিপ্লবকে লক্ষ্যচ্যুত করবে

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সভা

ধর্মভিত্তিক ও রক্ষণশীল দলগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি পেলে নারী অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জুলাই বিপ্লবের অন্যতম প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, যা মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তাই বিপ্লবের পরপরই যদি মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক ও মূল্যবোধ আক্রমণের শিকার হয়, তাহলে তা বিপ্লবের মূল লক্ষ্যকেই ব্যাহত করে বলে মনে করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

সংগঠনটি বলছে, গণতান্ত্রিক সমাজে ভিন্নমত থাকতে পারে; কিন্তু জাতির সর্বজনীন গৌরব ও ইতিহাসকে অবমাননা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি বিভেদ আরও বাড়িয়ে তুলবে। গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথাগুলো বলেন। সভায় 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি : গণতান্ত্রিক রূপান্তরে ঝুঁকি ও সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের তিনজন সদস্য। তাঁরা হলেন—ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌমিত্র জয়দীপ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুল্লাহ হারুন চৌধুরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আজী মারুফুল ইসলাম।

প্রবন্ধে বলা হয়, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক দলগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করলেও দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, অবিশ্বাস ও আদর্শিক পার্থক্যের কারণে দলগুলোর মধ্যে বিভাজন বাড়ছে। বিএনপির দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার পরিকল্পনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার অস্পষ্ট রূপরেখা জনগণের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আর এনসিপির ডানপন্থী অবস্থান মধ্যপন্থী, উদারপন্থীদের তাদের থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

প্রবন্ধে দেশের বর্তমান রাজনীতির প্রবণতা, ঝুঁকি ও সম্ভাবনার বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক ও রক্ষণশীল দলগুলোর সক্রিয় হয়ে ওঠা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতির জন্য একটি সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ। দলগুলোর উত্থান দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধে বলা হয়, দলগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি পেলে নারী অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

আলোচনা সভায় অতিথি ছিলেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। শিক্ষাক্ষেত্রে থেকে জুলাই অভ্যুত্থানের সূচনা হলেও শিক্ষা খাতের সংস্কারে কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি। আলোচনা সভায় বিচার বিভাগের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। বিচার বিভাগকে এখনো রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা (ভিসি) বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের চেয়ে আয়ের উৎস তৈরির দিকে বেশি মনোযোগী বলে সভায় মন্তব্য করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক নীতি আরা নাসরীন। আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক সামিনা লুৎফা। এ সময় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বেলা ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাবেশ ব্যানারে একটি র‍্যালি করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।